7

দৈনিক বাংলা

তারিখ 11 JUL 1996
পৃঃ ৬ কলাম ৪

জনমত

মতিঝিল মডেল স্কুলের অবস্থা

মতিঝিল মডেল স্কুল শহরের একটি নামকরা স্কুল বলেই আমরা জানি। কিন্তু ইদানীং দেখা যাচ্ছে এর পরিচালনা ব্যবস্থায় বেশ কিছু ত্রুটি, অনিয়ম ও দায়িত্বহীনতার কারণে স্কুলটির সে সুনাম ক্ষুণ্ন হতে চলেছে। এ জন্য আমরা অভিভাবকরা স্বাভাবিকভাবেই চিন্তিত। স্কুলটিতে এসব ত্রুটি, অনিয়ম ও দায়িত্বহীনতা দেখা দিয়েছে এর শিক্ষকবৃন্দের পক্ষ থেকে এবং তা তাদের শিক্ষাদান কাজে।

১ উদাহরণ স্বরূপঃ এ স্কুলের বালক শাখার প্রতিটি শ্রেণীতে "ক" থেকে "ঞ" পর্যন্ত মোট ১০টি শাখার প্রতিটি শাখাতে ৮০/৯০ জন করে ছাত্র আছে। এত অধিকসংখ্যক ছাত্রকে স্কুলের শিক্ষকবৃন্দ মনোযোগ সহকারে পাঠদান করতে পারেন না বা করেন না। তারা প্রতিটি বিষয়ের উপর হোম-ওয়ার্ক দিয়ে তাদের দায়িত্ব শেষ করেন। কোন বিষয়ে ছাত্রদের হোম-ওয়ার্ক দিলে সে হোম-ওয়ার্ক শুদ্ধ না হলে তাতে তারা শুধুমাত্র ক্রস দিয়ে রাখেন। খাতায় সঠিক উত্তরটি তারা লিখে দেন না। অনেক সময় হোম-ওয়ার্কও দেখার সময় পান না শ্রেণী শিক্ষকবৃন্দ। ছাত্ররা হতোদ্যম ও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। হতাশায় ভুগছে। হোম-ওয়ার্কের খাতায় সঠিক উত্তরটি লিখে দিলে তারা উপকৃত হতো। তাদের অভিভাবক এবং গৃহশিক্ষকগণও তাদের লেখাপড়ার অগ্রগতি সম্বন্ধে নিশ্চিত বোধ করতেন।

অংক বিষয়ের উপরই শিক্ষকবৃন্দ দায়িত্বহীনতার বা খেয়ালখুশীর পরিচয় দিচ্ছেন বেশী। ছাত্রদের গৃহশিক্ষক যে নিয়মে অংক শেখান তার সঙ্গে স্কুলের শিক্ষকগণ একমত হতে পারেন না বা হন না। যে কারণে দেখা যায়, একজন ছাত্র পরীক্ষার জন্য ভাল প্রস্তুতি নিয়েও স্কুলের অংকের শিক্ষকের পদ্ধতি অনুযায়ী অংক না করায় তাকে ফেল করানো হয়েছে। আবার এমনও দেখা গেছে, যে সব ছাত্র স্কুল শিক্ষকদের কাছে অংক শিখছে পরীক্ষার খাতায় তারা অংকের সঠিক নিয়মে সামান্য ভুলত্রুটি করলেও অংকের ফল সঠিক হলে তাকে পুরো নম্বর দিয়ে পাস করানো হচ্ছে। স্কুলের শিক্ষক ছাড়া অংক বিষয়ে অন্য কোন শিক্ষক রেখে তার নিয়মে অংক করলেও স্কুলের শিক্ষকগণ বলে থাকেন—এ নিয়মে হবে না, ঐ নিয়মে হবে ইত্যাদি। অথচ অভিজ্ঞ শিক্ষক মাত্রই বলবেন অংকটি সঠিকই হয়েছে। কিন্তু শুধুমাত্র অংকের শিক্ষকের নিজস্ব পদ্ধতিতে না হওয়ায় পুরো অংকটিই কেটে দেয়া হয়ে থাকে।

তাছাড়া ছাত্রদের পাঠ্যবিষয়সহ অন্যান্য বিষয়ে স্কুলের শিক্ষকবৃন্দের সঙ্গে কোনরূপ আলোচনা করতে চাইলেও বিড়ম্বনায় পড়তে হয়। কেননা, তাদের সঙ্গে দেখা করতে গেলে গেইটে অত্যধিক কড়াকড়ির জন্য ভেতরে ঢোকাই কষ্টকর হয়। অনেকক্ষেত্রে দেখা হলেও কোন সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যায় না। এ ছাড়াও এই স্কুলটির শিক্ষকবৃন্দ বর্তমানে বড় বেশী কমার্শিয়াল হয়ে উঠেছেন। ফলে বর্তমানে স্কুলের লেখাপড়ার মান অনেক নীচে নেমে গেছে। অথচ প্রতিটি ছাত্রকে স্কুলে মোটা অংকের ফি দিয়ে যেতে হচ্ছে। এ ব্যাপারে স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও স্কুল কমিটির সদস্যবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করে স্কুল শিক্ষকদের আচরণ সম্পর্কে ব্যবস্থা কামনা করছি।

মীর মহম্মদ আলী
কমলাপুর, ঢাকা।